দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ৭ ...

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে মহাপরিচালক নেই ॥ ভেঙ্গে পড়ছে শিক্ষা ব্যবস্থা

॥ নিজামুল হক ॥

আট মাস ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে মহাপরিচালক নেই। জোড়াতালি দিয়ে চলছে ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদারকির প্রধান এই প্রতিষ্ঠানটি। কলেজ ও প্রশাসন শাখার পরিচালককে মহাপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। একই সাথে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন দায়িত্ব পালন করায় অধিদপ্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ভেঙে পড়তে শুরু করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা।

গত বছরের আগস্টে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আমলে অধিদপ্তরে মহাপরিচালক অধ্যাপক কেএম আওরঙ্গজেব চাকরি থেকে অবসর নেন। এ সময় সরকার অধিদপ্তরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমানকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়। পরে মহাপরিচালক পদের জন্য সিনিয়র অধ্যাপকদের দিয়ে ১১ জনের তালিকা তৈরি করা হয়। এদের তিনবার মৌলিক পরীক্ষা নেয়া হলেও কাউকেই নিয়োগ করা হয়নি। গতমাসে পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) খান হাবিবুর রহমানকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান করা হয়। একই পদে নিয়োগ দেয়া হয় ড. লিয়াকত আলী খানকে। কিন্তু মহাপরিচালক পদে কাউকে নিয়োগ না দিয়ে ড. লিয়াকত আলী খানকে মহাপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়। মাউশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ, বদলি, টাইম স্কেল প্রদান, এমপিও নিয়মিতকরণ, শিক্ষার মান উন্নয়নে নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণে স্থবিরতা বিরাজ করছে। শিক্ষকরা টাইম স্কেলের জন্য এসে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষায় অচলাবস্থা: দেশে মাধ্যমিক স্তরে সাড়ে ২৬ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো দেখভাল করার দায়িত্বও মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের। মাধ্যমিক স্তরে একজন পরিচালক ছাড়া উর্ধ্বতন সকল পদই শূন্য থাকায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকদের নানা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কর্মকর্তারা হিমশিম খাচ্ছেন। অন্যদিকে শিক্ষকরাও নানা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। জানা গেছে, দেশে সাড়ে ২৬ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উপপরিচালকের ৯টি পদই শূন্য।। এছাড়া সহকারি পরিচালকের ২টি পদের মধ্যে দুটিই, বিদ্যালয় পরিদর্শকের ৮টি পদের মধ্যে ৬টি, বিদ্যালয় পরিদর্শিকা ৮টির মধ্যে ৩টি সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শিকের ১৬টি পদের সবই শূন্য। বিদ্যালয় পরিদর্শক দিয়ে চলছে উপপরিচালকের দাপ্তরিক কাজ। নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের কার্যক্রম চলছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিদর্শক দিয়ে।

মহাপরিচালক হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) ড. লিয়াকত আলী খান বলেন, একই সাথে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা দুষ্কর। তবে সরকারের সিদ্ধান্তেই এ দায়িত্ব পালন করছি।